সংবাদ

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

কোচিং বাণিজ্য ঠেকাতে

সাড়ে ৫শ শিক্ষককে বদলির সুপারিশ দুদকের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কোচিং বাণিজ্য ঠেকাতে ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৫শ শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। যেসব শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই একই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে কোচিং বাণিজ্য করছেন। এসব শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যের নামে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জিম্মি করে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন। কোচিং বাণিজ্য নিয়ে দুদকের তদন্ত প্রতিবেদন কোচিং : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

কোচিং : বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল জমা দেয়ার সময় ওই প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করে দুদক। কমিশনের এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই শিক্ষকরা ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর পর্যন্ত এক বিদ্যালয়েই রয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে অর্থ উপার্জন করছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য ও নিয়োগ বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের একটি অভিযোগ তদন্ত শুরু করে দুদক। দুদকের পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল এই তদন্ত শেষে গতকাল কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগ, বদলি ও কোচিং বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া চক্রের সঙ্গে কে কিভাবে জড়িত এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। চক্রের নাম-পরিচয়ও দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, প্রতিবেদনটি কমিশনের কর্মকর্তা পর্যায়ে জমা হয়েছে বলে শুনেছি। প্রতিবেদনটি এখনও কমিশন পর্যায়ে আসেনি। কমিশনে উপস্থাপিত হলে কমিশন পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে। প্রাইভেট বা কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা লক্ষ্যে বিশেষ টিমের প্রতিবেদনে কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হচ্ছে- ১০ বৎসর বা এর অধিক সময় যে সব শিক্ষক একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন তাদের বিভাগের বাইরে বদলি করা; পাঁচ বছরের অধিককাল কর্মরত শিক্ষকদের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে বদলি নিশ্চিত করা; যেসব শিক্ষক ৩ বৎসরের অধিককাল একই বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন ওই সব শিক্ষকদের অন্যত্র বদলি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে দেশের ৭ জন জেলা শিক্ষা অফিসারকে জেলার দায়িত্ব না দিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের বদলি করে জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বদলি নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় কর্মকর্তাদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদায়ন না করতে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।